Public Relations Office
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh-2224, Bangladesh
Phone: 02-996676411, Fax: 02-996676400
Email: pr@jkkniu.edu.bd
Web: www.jkkniu.edu.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

জনসংযোগ দপ্তর
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যাল
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদে
ফোন: ০২-৯৯৬৬৭৬৪১১, ফ্যাক্স: ০২-৯৯৬৬৭৬৪০
ই-মেইল : pr@jkkniu.edu.b
ওয়েবসাইট: www.jkkniu.edu.b

স্মারক নং: জাককানইবি/জনসংযোগ/প্রতিবাদ/২০২৩

তারিখ: ১৫-১০-২০২৩

ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ-সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ

সংশ্লিষ্টজনের উদ্দেশ্যে

গতকাল, ১৪/১০/২০২৩, শনিবার ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত জনাব জাহানারা মুক্তা ও জনাব আনিসুর রহমান কর্তৃক একটি সংবাদ-সম্মেলনের প্রতি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সেই সংবাদ-সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও নিয়োগবোর্ড নিয়ে উত্থাপিত বিষয়াদি সম্পর্কে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য নিম্নরূপ:

০১. সংবাদ-সম্মেলনে নারীদের পেশাগত জীবনে প্রবেশ নিয়ে মাননীয় উপাচার্যের বক্তব্য হিসেবে যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে নিয়োগ বোর্ডে আলোচনা হয়নি। এতে মাননীয় উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এমন স্পর্শকাতর ও মনগড়া বক্তব্য কোনো সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্ক প্রসূত হতে পারে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই এমন অভিযোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করা হচ্ছে।

০২. সংবাদ-সম্মেলনে নারী হিসেবে কোনো পদে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য সংবাদ-সম্মেলনকারী দাবি উত্থাপন করলেও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে নারী বা পুরুষ কারো জন্যই কোনোপদ নির্ধারিত বা সংরক্ষিত ছিল না। শুধু যোগ্যপ্রার্থীকেই নিয়োগপ্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

০৩. সংবাদ-সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়: নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ কেউ নেই। কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ নজরুলীয়ানও রয়েছেন যিনি নিজ যোগ্যতা প্রদর্শন করে সুপারিশপ্রাপ্ত হন।

০৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। কোড নম্বর দিয়ে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পর নির্বাচিতদের নেওয়া হয় মৌখিক পরীক্ষা। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই পরীক্ষা কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পর্যায়ের এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত থাকেন। লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এই পরীক্ষাকে বিতর্কিত করার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে থেকে পরীক্ষার দিনই 'লাইভ-অনুষ্ঠান', বিশেষ প্রার্থীর ব্যাপারে সুপারিশ ইত্যাদি আগে থেকেই করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে একটি সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে সফল হলে সেই নিয়োগকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অর্থ লেনদেন ও প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ে মিথ্যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এটি যে দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের অংশ তা সহজেই অনুমেয়।

০৫. ২৯, ৩০, ৩১ আগস্ট তিনদিন ব্যাপী নিয়োগপরীক্ষা গ্রহণ করা হলেও উক্ত ব্যাপারে, বিশেষ করে নারীর সম্মান বিষয়ক অভিযোগও তোলা হয়েছে ১৪ অক্টোবর অর্থাৎ প্রায় দেড়মাস পরে, যা এই অভিযোগের পেছনে অভিযোগকারীর দুরভিসন্ধি বোঝার জন্য যথেষ্ট। নারীর সম্মান বিষয়ক উত্থাপিত অভিযোগ ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরেই উত্থাপন করা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সিন্ডিকেট হওয়ারপর নিজের অকৃতকার্যতা বা চাকরি না-পাওয়া নিশ্চিত হয়ে অভিযোগকারী পুরো প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা করেছে, যা অন্যায়ই শুধু নয় শাস্তিযোগ্য অপরাধের শামিল।

০৬. এই সংবাদ-সম্মেলনে মাননীয় উপাচার্যের ব্যক্তিগত সম্মানহানি হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইমেজ-সংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মাননীয় উপাচার্যের অনুমোদনক্রমে,

১৫/১০/২০২৩

(এস. এম. হাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত পরিচালক (জনসংযোগ) ও পি.এস. টু ভিসি
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ